যুগান্তর

তারিখ 18 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৬৪ বছর

তানিম শ্রাবণ

১৯৪৮ সালের ঢাকার রেসকোর্স ময়দান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্-র মুখে 'উর্দুই হবে বাংলার একমাত্র রাষ্ট্রভাষা আর কোনও ভাষা নয়'... শোনার পরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাংলার ছাত্রনেতা। পরবর্তীতে আন্দোলন, স্লোগান, গ্রেফতার, অনেক কিছু...। ঢাকা মেডিকেল কলেজের কজন শিক্ষার্থীও গ্রেফতার হলেন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির সকাল থেকেই ছাত্রনেতা মেডিকেল কলেজের সামনে জড়ো হন। এরপর ১৪৪ ধারা ভাঙা হয়। রাজপথ রক্তাক্ত হল। সেই রাতে শহীদদের রক্তে রঞ্জিত স্থানে একটি মিনার স্থাপন করার চিন্তা করা হয়। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতভর কাজ করে গড়ে তোলা হয় শহীদ মিনার। এখানে নিরলস পরিশ্রম করেন ঢাকা মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা। এভাবেই বাঙালির গৌরবময় ইতিহাসের কিছু কথা বলতে গেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কথা বলতে হয়। সেই মেডিকেল কলেজ এখন পার করল চৌষট্টি বছর। এর গৌরবগাথা শোনাতে গেলে একটু পেছনে ফেরা যাক।

১৯০৫ সালে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশের সচিবালয় হিসেবে একটি ভবন তৈরি হয়েছিল। ১৯২১ সালে ঢাবির কলা অনুষদসহ বেশকিছু অংশ এই ভবনে চলে আসে। ১৯৩৯ সালে পূর্ববঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ার চিন্তা করা হয়। কিন্তু এ সময় শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাবির এই ভবনটির চেহারা পাল্টে যায়। তখন থেকে ভবনটি আমেরিকান সৈন্যরা 'আমেরিকান বেস হাসপাতাল' হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। তবে যুদ্ধশেষে মার্কিনীরা চলে গেলেও থেকে যায় তাদের হাসপাতালটি। ১৯৪৫ সালের পর মেডিকেল কলেজের প্রস্তাবটি আলোর মুখ দেখতে পায়। এর প্রেক্ষিতে ১০ জুলাই ১৯৪৬ ঢাকা মেডিকেল কলেজ পথ চলতে শুরু করে। সেই সময়ের ১০০ শয্যার হাসপাতালটি আজকের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাসপাতাল।

গঠনের পরে বিশাল স্থানটির দায়িত্ব দেয়া হয় স্থাপনা কমিটির প্রধান ডব্লিউ জে ভারজিনের ওপর। ১৯৪৬ সালের শুরুতেই গঠিত এই কলেজে সব বর্ষেই শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এনাটমি ও ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে এই বিশাল মেডিকেল কলেজটির সব কার্যক্রম শুরু হয়। আজকাল অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নের স্থান এটি। আর এই স্বপ্নের রাজ্যটি ২৫ একর জমিতে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে এর ২৮টি বিভাগ। প্রতিবছর ১৮০ জন শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হন।

'এই কলেজ মূলত অনেক বছরের ইতিহাস বহন করে আসছে, আমি ছিলাম এই কলেজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কম-বেশি সম্পৃক্ত। তবে ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। মনে পড়ছে মিলন ভাইয়ের সেই স্মৃতি। আজ অনেক আনন্দ লাগছে এই ভেবে যে, গত ইতিহাসের এই কলেজটি আজ ষাটের ঘরে', বলছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান সহকারী অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু। ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১০ জুলাই জমকালো আয়োজনেই পালন করেন ছাত্র-শিক্ষকসহ সবাই। সাহিত্য ও নাট্যচর্চাসহ নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এই কলেজের শিক্ষার্থীরা। কলেজে রয়েছে ডিবেট ক্লাব, খেলাধুলার ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব, নাট্য ক্লাবসহ বেশকিছু ক্লাব। বাংলাদেশে সর্বস্তরের মানুষ এই কলেজের হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা গ্রহণের জন্য। আর সেই জন্য এই কলেজের অধীনে আছেন কয়েকশ' ডাক্তার। ডা. মাহবুবুল আলম, শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি, শহীদ ডা. শামসুল আলম খান মিলনসহ বেশ কজন শহীদ এই কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন। 'সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমরা অনেককে হারিয়েছি। পাশাপাশি পেয়েছি অনেককে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের শিকড়টার খোঁজ করা। আমি চৌষট্টি বছরের গৌরবোজ্জ্বল এই মুহূর্তের সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি', বললেন বর্তমান অধ্যক্ষ ডা. কাজী দিন মোহাম্মদ।

তাই বলে কিছু চাওয়া থাকবে না তা তো হতে পারে না। কলেজের বেশ কিছু একাডেমিক সমস্যা আছে যার ভুক্তভোগী সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তবে কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরে এর সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানালেন কলেজের বেশকিছু শিক্ষার্থী।

তথ্য সরবরাহ : *ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ*